॥ শ্রীহরি ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ গীতা পঢ়ें, পঢ়ায়ें, জীবন में লায়ें ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 4: জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগ

1/4 (শ্লোক 1-10), শনিবার, 28 অক্টোবর 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা বিদুষী মাননীয়া বন্দনা বর্ণেকর মহাশয়া

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/lCS4n60Fm7Q

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আজকের আলোচনা পর্ব শুরু হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সুন্দর মূর্তির দর্শনের মাধ্যমে।

গুরু বন্দনা, জ্ঞানেশ্বর মহারাজের চরণে আশ্রয় নেওয়ার পর মা সরস্বতী, গীতা মাতা, মহর্ষি বেদব্যাসজীর পূজা করা হয়। পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী শ্রী গোবিন্দদেব গিরিজী মহারাজের পায়ে নমস্কার করা হয়। এছাড়াও সকল সাধকদের অভিবাদন জানানো হয়।
ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে ভগবান কর্মযোগের নীতিটি তুলে ধরেছেন। কর্ম দিয়ে ঈশ্বরের অনুসন্ধান, ঈশ্বরনিবেদিত বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা, তা যতই কঠিন হোক না কেন, যুদ্ধের মতো কর্ম, যদি তা দায়িত্ব হিসেবে প্রাপ্ত হয়, তবে তাও পরমাত্মা স্বীকার করে নেন এবং কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। ফলাফল যাই হোক, তাকে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করাই কর্মযোগ। এইভাবে অর্পণ করা কর্ম ভগবান স্বীকার করে নেন।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজের একটি সুন্দর পংক্তি আছে:-
উচিত কর্মে আপুলী ।
তুবা করুনী মজ অর্পাবী।
চিত্ত বৃত্তী বিজ্ঞাসাবী। আত্মরুপী।

কর্তৃত্ব ও ভোগের মনোভাব ত্যাগ করে নিজের মধ্যে মগ্ন থাকতে হবে এবং কর্তব্য পালন করতে হবে। আমরা চারটি স্তরে বাস করি। শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়, কিন্তু আমরা পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ স্তর, আত্মাকে ভুলে যাই এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যেতে চান।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন:-
যেমন আজ শারদীয় পূর্ণিমা এবং চাঁদের একটি অতিপ্রাকৃত আভা আছে, তাই একটি পদ্ম ফুলকে সেই আভা পেতে চাঁদে যেতে হবে না।

চন্দ্র বিকাশী পদ্ম যেমন নিজের স্থানে স্থির হয়ে চাঁদের সারবত্তা শুষে নেয় এবং চন্দ্রের আভা লাভ করে, তেমনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকগুলি নিয়ে চিন্তা করে ভগবানের সেই দিব্য উপদেশ ধারণ করার চেষ্টা কর, জীবন এবং তার সাথে সাথে নিজের জায়গায় অবস্থান করেই পরমাত্মার সন্ধান করতে হবে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, যারা গৃহস্থের দায়িত্ব পালন করতে চায়, তাদের বেশি দূরে হিমালয়ের গুহায় যাওয়ার দরকার নেই।

কাংআপুলা ঠাবো ন সাংডিতা।
আলিংগিজে চংদ্রু প্রগটিতা
হা অনুরাগু ভোগিতা।
কুমুদিনী জাণে।

চাঁদ দেখা মাত্রই এই কমলিনী তার স্থান ত্যাগ না করে চন্দ্রকে আলিঙ্গন করে এবং তার আভা ও অনুরাগ পেয়ে দেবত্ব ও আনন্দ লাভ করে। ঠিক একইভাবে, আমরা যদি পরমাত্মার অনুরাগ পেতে চাই, তবে আমাদের উচিত নিজের জায়গায় অবস্থান করে আমাদের কর্তব্য পালন করা এবং আমাদের কাজকে কর্মযোগে রূপান্তর করা।

ভগবানের খোঁজে থাকলে, পরমাত্মা আমাদের সাথে থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সেই ঐশ্বরিক শক্তির সাথে আমাদের দৈনন্দিন অনুসন্ধানের পথ প্রদান করে এবং এই ঐশ্বরিক শক্তি সর্বদা আমাদের সাথে থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিণী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে, বিভিন্ন অস্ত্রের ধ্যান করে, লক্ষ্যে মনোনিবেশ করার সময় কীভাবে একজন ক্রমাগত পরমাত্মার সন্ধান করবে? এটা কি সম্ভব? প্রতিদিনের কাজ করার সময় ভগবানকে স্মরণ করা, তাঁকে অনুসন্ধান করা এবং কাজের প্রস্তাব দেওয়া? এটা কিভাবে সম্ভব হবে? এটা খুবই কঠিন.

যেমন তারা প্রার্থনায় গান গায়:-

কর প্রণাম তেরে চরণোং মেং
লগতা হুঁ অব তেরে কাজ।
পালন করনে কো আজ্ঞা তব
মৈং নিযুক্ত হোতা হুঁ আজ।

ভগবানকে স্মরণ করা এবং আপনার দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত হওয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মাধ্যমে ভগবানের উপদেশ।

অর্জুনের প্রশ্নবোধক অনুভূতি জেনে ভগবান নিজেই তা প্রসারিত করতে শুরু করেন।

4.1

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং(ম্) বিবস্বতে যোগং(ম্), প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ , মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥1॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এই অবিনাশী যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম ; সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে, মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে এটি বলেছিলেন। ১

ভগবান বলেছেন: অর্জুন, তোমার মনে হচ্ছে আমি তোমাকে এই কর্মযোগ প্রথমবার বলছি। এটা তোমার ভুল ধারণা। ভগবানকে নিবেদন করতে গিয়ে কাজ করা, ভগবানের সন্ধান করা, এই কর্মযোগ চিরন্তন।

আগেও কাকে বলেছিলাম সেটা বলি। অতীতে, আমি প্রথমে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্যকে এই যোগ বলেছিলাম, যা কখনও খুব শক্তিশালী আদর্শের আকারে ধ্বংস হতে পারে না। এরপর সূর্যদেব এই কথা তাঁর পুত্র মনুকে বললেন এবং মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই কথা বললেন।

এইভাবে এই শক্তিশালী অব্যয় যোগ এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকে। এই দিব্য স্রোত সমগ্র জীবের জন্য প্রবাহিত হয়েছে। অর্জুনের প্রশ্নবিদ্ধ মনোভাব দেখে ভগবান নিজেই সব বলতে লাগলেন।

এ প্রসঙ্গে নারদ মুনির একটি গল্প আছে:-

নারদ মুনি ভগবান বিষ্ণুর একজন মহান ভক্ত যিনি ভক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নারদ ভক্তি সূত্র প্রদান করেছিলেন এবং ভক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সমগ্র বিশ্বে বিচরণ করেন। উনার মনে হল আমি সারাক্ষণ 'নারায়ণ-নারায়ণ' নামটি স্মরণ করছি। আমি যে এত ভক্তি ছড়াই, তবে আমার মতো মহান ভক্ত আর কেউ হবে না। একবার তিনি ভগবানকে বললেন আমি আপনার পরম ভক্তের নাম শুনতে চাই। উনি
মনে করলেন ভগবান শুধু তাঁর নামই নেবেন। ভগবান বললেন, আমি তাকে দেখাই। ভগবান নারদকে মৃত্যুজগত থেকে একজন কৃষকের দর্শন করিয়েছিলেন। সেই কৃষক মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করছিলেন, গাভীকে দোহন করছিলেন, এবং এর মধ্যে তিনি গোবিন্দ-গোবিন্দ এইমতো ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছিলেন। নারদ বললেন, ভগবান, ইনি আপনার কাছে সেরা ভক্তের মতো মনে হচ্ছে। ভগবান বললেন উত্তরটা পরে দেব। প্রথমে কূপ থেকে জল ভর্তি একটি কলস নিয়ে এসে মাথায় রাখুন এবং শর্ত হলো এক ফোঁটাও জল যেন ছিটকে না যায়। নারদ আদেশ পালন করে ভগবানকে বললেন, দেখ, আমি জল ভরে এনেছি। ভগবান বললেন, এ তো খুব ভালো কথা, কলস আনতে গিয়ে কতবার নারায়ণ-নারায়ণ জপ করেছিলেন? নারদ বললেন, ভগবান, আমার সমস্ত মনোযোগ ছিল জলের দিকে। এক ফোঁটা জলও ঝরতে দেওয়া হয়নি। তখন ভগবান হাসতে হাসতে বললেন, নিজের কাজ করতে গিয়ে ভগবানের নাম জপ কর, অনুসন্ধান করা একটি ঐশ্বরিক যোগ।
গুরুদেব বলেছেন যে এটি মনের দ্বারা করা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। এটা সহজ নয়, মনকে নিবদ্ধ রেখে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করা খুবই কঠিন। নারদও মেনে নিলেন যে এই কর্মযোগ কঠিন হয়।

অর্জুনও ভাবছে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভগবানের খোঁজ করা কি করে সম্ভব? এটা তো প্রথম শুনলাম। ভগবান আমাদের বলছেন যে এই দৃঢ় আদর্শ চিরন্তন এবং যুগে যুগে অবিরাম প্রবাহিত। সর্বপ্রথম আমি সূর্য ভগবানকে এটা বলেছিলাম এবং তিনি এই কর্মযোগ ক্রমাগত করে চলেছেন। মহাবিশ্বকে আলোকিত করার দায়িত্ব তার, যা তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এবং কোনো পক্ষপাত ছাড়াই করে চলেছেন। আমরা রাতে ঘুমাই কিন্তু সূর্য পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের দেশগুলোকে আলোকিত করছে।

গুরুদেব তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বলেছেন:-

কোনো ছুটি নেই, কোনো বৈষম্য নেই এবং তৃতীয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ - কোনো প্রত্যাশা নেই। সূর্য কোন পক্ষপাত ছাড়াই সবাইকে আলোকিত করেন।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন-
গাईची तृषा हरूं । कां व्याघ्रा विष होऊनि मारूं ।
ऐसें नेणेंचि गा करूं । तोय जैसें ॥ १४७ ॥

নদীর জল মনে করে না যে, গরু এলে তৃষ্ণা মেটাতে হবে, সিংহ এলে বিষ দিতে হবে। তিনি পক্ষপাতিত্ব দেখান না এবং উভয়ের তৃষ্ণা মেটান।

মন্তব্যকারী তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরত অবস্থায় কেউ তার কাছে ট্রান্সফরমারের দাবি করলে সে তার আত্মীয় না আমার ধর্মের তা বিবেচনা করেন না। যদি বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তবে তা সবার জন্য। জাতি বা ধর্মের মতো কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

তৃতীয়ত, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের কোনো প্রত্যাশা থাকা উচিত নয়। সূর্য যেমন সকলের জন্য সমানভাবে আলোকিত হন, কেউ তাকে অর্ঘ্য প্রদান করুক বা না করুক। আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্য অর্ঘ্য

প্রদান করি। তার প্রত্যাশা নেই এবং আজও তিনি অনন্য যোগ 'কর্মযোগ' অনুসরণ করছেন। ভগবান বলেছেন যে এই চিরন্তন মজবুত আদর্শ প্রবাহিত হতে হতে একটু দুর্বল হয়ে পড়লেও আবার প্রবাহিত হতে থাকে।

4.2

এবং(ম্) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ , ইমং(ম্) রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা, যোগো নষ্টঃ (ফ্) পরন্তপ ॥2॥

হে পরন্তপ অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন ; কিন্তু তার পরে এই যোগ দীর্ঘকালের ব্যবধানে পৃথ্বীলোক হতে প্রায় বিনষ্ট হয়েছে। ২

ভগবান বলেছেন:- পরন্তপ অর্জুন, ঐতিহ্য দ্বারা প্রাপ্ত এই কর্মযোগ রাজর্ষিগণ জেনেছেন। কালের প্রভাবে এই জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। সময়ের প্রভাব আমরা দেখেছি। যেমন এক কল্পে চারটি যুগ। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ।

কলিযুগ চার লাখ বত্রিশ হাজার বছরের, দ্বাপর যুগ আট লাখ চৌষট্টি হাজার বছরের। এইভাবে এই চতুরযুগী সাতচল্লিশ লক্ষ ছিয়ান্ন হাজার বছরের। এভাবে হাজার চতুরযুগীর সংঘটনে ব্রহ্মার একদিন হবে আবার হাজার চতুরযুগীর সংঘটনে ব্রহ্মার রাত্রি হবে। আর ব্রহ্মার বয়স শত বছর। এই ভাধে সময়ের কত বিশাল বিস্তৃতি আছে।

এভাবে ভগবান বলছেন কালের প্রসারে এই জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখানে ভগবান দুটি কথা বলতে চান। স্বার্থপরতা থেকে ফল পাওয়ার দৌড়ে মানুষ ভুলে গেছে যে আমি যদি ঈশ্বরের কাজ করার জন্য মহাবিশ্বে এসেছি এবং আমি কেবল সেই ঈশ্বরের শক্তির জন্য কাজ করছি, তবে আমি আমার কাজ ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করব।

রাজর্ষিরা জানতে পারলেন যে এটি ঈশ্বরের। একজন রাজর্ষি আর একজন ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্মর্ষি একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তারা জ্ঞানমুখী, কিন্তু ভগবান অর্জুন ঋষিদের উদাহরণ দিয়েছেন যারা কর্মমুখী এবং তাদের কাজ করার সময়ও ঈশ্বরের ধ্যান ও মনন করেন।

4.3

স এবায়ং(ম্) ময়া তেঽদ্য , যোগঃ(ফ্) প্রোক্তঃ(ফ্) পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি , রহস্যং (ম্) হ্যেতদুত্তমম্ ॥3॥

তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, সেইজন্য এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম ; কারণ এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় বিষয়। ৩

ভগবান বলেন, অর্জুন, তুমি আমার পরম বন্ধু ও ভক্ত, তাই আমি তোমাকে এই প্রাচীন (অনন্ত) জ্ঞান বলছি। ভগবান নবম অধ্যায়ে বলেছেন যে আমি তোমাকে এমন গোপন কিন্তু পবিত্র জিনিস বলছি। ভগবান তার বন্ধু অর্জুনকে গভীর, রহস্যময় কিন্তু পবিত্র জিনিস বলছেন।

অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ বছরের ব্যবধান। তাদের বন্ধুত্বের যে সুন্দর বর্ণনা জ্ঞানেশ্বর মহারাজ দিয়েছেন তা আর কোথাও দেখা যায় না।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন-
तूं प्रेमाचा पुतळा।
भक्तीचा जिव्हाळा ।
मैत्रियेची चित्कळा। धनुर्धरा । सुमनु शुद्धमति।

अनिंदकु तू अनंत गति।
गौप्य तरी तुजं प्रति चावळिजे।

অর্জুন, তুমি প্রেমের মূর্ত প্রতীক, তোমার কাছ থেকেই কেউ ভক্তি শিখবে। তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেতে অগ্নির কাছে বর চেয়েছি। ভগবান স্বয়ং জিজ্ঞাসা করছেন যে আমার সর্বদা অর্জুনের মতো একজন বন্ধু পেতে পারি এবং তাঁর ভক্তি গ্রহণ করতে পারি।
অর্জুন, তোমার মন সুন্দর, তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ, তোমার অশুভ বুদ্ধি নেই, তুমি কারো সমালোচনা করো না এবং যদি কেউ তোমার কাছ থেকে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে তোমার কাছ থেকে শিখে।

"তোমার মনে আছে তুমি যখন আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছ, দুর্যোধন তোমার সামনে এসে আমার মাথার কাছে বসেছিল, কিন্তু তুমি আত্মসমর্পণের অনুভূতি নিয়ে এসেছ। কিন্তু আপনি আত্মসমর্পণের অনুভূতি নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসেছিলেন। চোখ খুলতেই আমার দৃষ্টি তোমার দিকে চলে গেল। তোমাকে জিজ্ঞেস করলে দুর্যোধন বললেন, আমিও এসেছি। তখন আমি বললাম যে আমার চোখ প্রথমে অর্জুনের উপর পড়েছে, তাই আমি প্রথমে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করব যে একদিকে আমার নারায়ণী বাহিনী যা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, অন্যদিকে আমি নিরস্ত্র।

দুর্যোধন ভাবলেন, অর্জুন নারায়ণী সেনা চাইলে কী হবে? অর্জুন নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে সাথে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। ভগবান বললেন, অর্জুন, আমার সঙ্গ চেয়ে কি করবে? অর্জুন বললেন, আমার রথের লাগাম তোমার হাতে রেখে আমাকে পথ দেখাও।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সমান। শ্রী কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে নমস্কার করেন, নকুল ও সহদেব শ্রী কৃষ্ণকে নমস্কার করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। অর্জুন বলে এটা কিভাবে হতে পারে? শ্রী কৃষ্ণ আমার বয়সী। তিনি মা দেবকীর পুত্র, তিনি কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমরা তার মায়ের কাছ থেকে তার লীলার কথা শুনেছি। কিভাবে হতে পারে যে তিনি এই জ্ঞান সূর্যের কাছে প্রকাশ করেছেন?

4.4

অর্জুন উবাচ

অপরং(ম্) ভবতো জন্ম , পরং(ঞ্) জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং(ন্), ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥4॥

অর্জুন বললেন-আপনার জন্ম তো এখন অর্থাৎ এই যুগে হয়েছে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ কল্পের আদিতে হয়েছে। তবে আমি কী করে বুঝব যে আপনিই কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলেন ? ৪

অর্জুন বলে তোমার সবেমাত্র জন্ম হয়েছে। কারাগারে এই ঘটনা ঘটেছে, তুমি অর্বাচীন, তাহলে আমি কীভাবে মেনে নেব যে তুমি এই সমস্ত কথা সূর্যকে বলেছ, সূর্য অতি প্রাচীন। আমি কি করে বুঝব যে তুমি নিশ্চয়ই সূর্যদেবকে আগে বলেছিলে? কল্পের শুরু থেকেই সূর্য আছেন।

4.5

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি , জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং(ম্) বেদ সর্বাণি, ন ত্বং(ম্) বেত্থ পরন্তপ ॥5॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন –হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে; সে সব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। ৫

ভগবান বলেন - হে অর্জুন, তোমার এবং আমার পূর্বে বহু জন্ম হয়েছে। আমিও বহু অবতার গ্রহণ করেছি এবং তুমিও বহু জন্ম মানব রূপে পার করেছ। তুমি এটার সম্পর্কে জান না, কিন্তু আমি জানি। বেদ মানে জ্ঞান, আমার সব কিছুর জ্ঞান আছে।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন:-
মী জেণেং জেণেং অবসরেং।
জেং জেং হোঊনী অবতরেং।
হেং সমস্ত হী স্মরেং। ধনুর্ধরা।।

ভগবান বলেন, হে ধনুর্ধর! আমি যে যে অবসরে আমি অবতার রূপে প্রতিভূত হই আমার পুরো তার স্মরণ আছে, কিন্তু মানুষ তার আগের জন্ম ভুলে যায়।
এই ব্যবস্থা এমন, নইলে যদি মনে রাখি আগের জন্মে এই ছিল মা আর এরা ভাই ছিল, তাহলে অনেক বিভ্রান্তি হবে। এই বিস্মৃতিতে আমাদের মনে হয় যেন এই আমাদের নতুন জন্ম, আমাদের প্রথম জন্ম। ভগবান সবই জানেন, তাই ভগবদ্গীতা বলছে, যিনি সব জানেন তাঁকে জানুন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে আপনি আমাকে সেই জিনিসগুলি গ্রহণ করার শক্তি দিন যা আমি পরিবর্তন করতে পারি না এবং আমাকে সেই জিনিসগুলি পরিবর্তন করার সাহস দিন যা আমি আমার জীবনে পরিবর্তন করতে পারি, এবং আমাকে দুটির মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞানও দান করুন।

এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, আমি নিজের মধ্যে কি পরিবর্তন করতে পারি এবং যা আমি পরিবর্তন করতে পারি না তা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশের মতো বিবেককে জাগ্রত করা।

গীতার দুটি প্রধান কণ্ঠ রয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি পরম ভক্তি এবং বিবেকের জাগরণ। কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। কি করবেন আর কি করবেন না, কখন করবেন আর কখন করবেন না, কীভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। আমরা যদি এটি অর্জন করতে চাই তবে ভগবদ্গীতা আমাদের এটি শেখায়।

4.6

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা , ভূতানামীশ্বরোঽ পি সন্।
প্রকৃতিং(ম্) স্বামধিষ্ঠায় ,সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥6॥

আমি জন্মরহিত, অবিনাশীস্বরূপ এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে স্বীয় যোগমায়া দ্বারা প্রকটিত হই। ৬

ভগবান বলেছেন আমি জন্মগ্রহণ করিনি এবং আমি অমর। যা কখনো ক্ষয় হয় না, যা কখনো বিনষ্ট হয় না তা কীভাবে জন্ম নেয়?

আমরা জানি যে শক্তি তৈরি বা ধ্বংস করা যায় না, কেবল তার রূপ পরিবর্তিত হয়। এইভাবে, বয়সহীন এবং অবিনশ্বর হওয়া সত্ত্বেও, আমি সমস্ত জীবের নিয়ন্ত্রক।

আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখতে পাই-

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেऽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ।।১৮.৬১।।

তিনি নিয়ন্ত্রক, সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নিয়মে চলে।

উদাহরণস্বরূপ, নাসা সম্প্রতি পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছে যা সূর্যের চারপাশে দুই দিনে ঘোরে, যেখানে পৃথিবীর সময় লাগে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন।

এই সব নিয়ম সৃষ্টির জন্য।
क्या धरा हमने बनाई या बुना हमने गगन।
क्या हमारी ही वजह से बह रहा सुरभित पवन।
या अगन के हम हैं स्वामी नियन्ता जल धार के।
या जगत के सूत्रधार नियामक संसार के।

আমরা এসব করি না। আমরা প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণে আছি এবং ভগবান বলেছেন প্রকৃতিকে বশীভূত করে আমি আমার যোগ মায়ার মাধ্যমে আবির্ভূত হই। ঈশ্বর অবতরণ করেন, অর্থাৎ লুকানো ঈশ্বর দৃশ্যমান রূপে আসেন।

মানুষের জন্ম আর ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমরা মানব জন্ম নিতে বিবশ ও বাধ্য। ঈশ্বর আবদ্ধ নন, তিনি নিয়ন্ত্রক। ঈশ্বর এই ত্রিবিধ প্রকৃতির অধিপতি দেবতা, প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন এবং আমরা প্রকৃতির অধীন।ভগবান শুধু প্রেমের বন্ধনে বেঁধে তার খেলা দেখান। গোপীকরা যখন শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার নিয়ে যশোদা মাতার কাছে আসে এবং যশোদা মাতা তাদের লাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে দৌড়ে আসে, তখন ভগবান বলেন, লাঠি ছেড়ে দাও। ভগবান দৌড়ে এগিয়ে আর মা দৌড়ে পেছনে। ঈশ্বর বারবার লাঠি ছেড়ে যাওয়ার কথা বলেন। মা লাঠিটা ছেড়ে দেবার সাথে সাথে ভগবান তার দুই হাত তার গলায় রেখে তাকে বেঁধে দেন।

ভগবান বলেছেন প্রকৃতির এই গুণগুলো আমাকে বাঁধে না, আমি শুধু প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ।

4.7

যদা যদা হি ধর্মস্য , গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য , তদাত্মানং(ম্) সৃজাম্যহম্ ॥7॥

হে ভারত ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সাকাররূপে জনসমক্ষে প্রকট হই। ৭

ভগবান এখানে তাঁর অবতার গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে অর্জুনকে ভারত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভা মানে আভা। ভারত মানে যিনি জ্ঞানে আনন্দ করেন। এই দেশ অনেক ঋষি-ঋষির দেশ, যারা তাদের প্রজ্ঞার দ্বারা, বহু তরঙ্গ শোষণ করে, বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ভগবান ব্যাখ্যা করেন কোন পরিস্থিতিতে তারা ইন্দ্রিয়ের কাছে দৃশ্যমান হয়, অর্থাৎ তারা এমন একটি রূপ ধারণ করে যা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝতে পারি।

যখনই ধর্মের বিনাশ হয়, অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দৃশ্যমান রূপে আবির্ভূত হই।

ভগবদ্গীতার প্রেক্ষাপটে আমাদের এটা বোঝা উচিত। আমাদের যা করতে হয় তাকে বলা হয় কর্তব্য এবং যেখানে যেতে হবে তাকে গন্তব্য বলে। নিজের ধর্ম যা করে তাই করতে হবে। যার ফলে নিজেরও উন্নতি হবে এবং অন্যের জীবনও উন্নত হবে। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ধর্মের ক্ষতি।

তারপর আমি আমার নিজের তৈরি করি। ঠিক যেমন রাবণও যজ্ঞের খুব আচার-অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু এ ধরনের লোককে ধার্মিক বলা যায় না।

শিবাজী মহারাজের সময়ে, রাজা জয় সিং ছিলেন যিনি একলিঙ্গ জীর উপাসক ছিলেন কিন্তু তিনি আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করেছিলেন। একইভাবে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ ছিলেন অত্যন্ত আচার-অনুষ্ঠান, তারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করতেন এবং বর পেতেন, কিন্তু এই ধরনের লোকদের ধার্মিক বলা যায় না।

4.8

পরিত্রাণায় সাধূনাং(ম্) , বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় , সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪॥

সাধুদের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮

ভগবান ব্যাখ্যা করেন কেন তিনি আসেন- **ভগবান আসেন সাধু ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য, দুষ্টের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য।**

এখন কলিযুগে ভগবান কীভাবে আসবেন সে সম্পর্কে একটি কথা আছে-

এই ঈশ্বর, সংগঠিত সজ্জনদের শক্তি। সজ্জনদের মধ্যে দৈবী শক্তির জাগরণই হল ভগবানের অবতার।

ধর্ম তাকেও বলা হয় যেখানে প্রজাদের ধারণাও হয় এবং তাদের লালন-পালন হয়। যা নিয়ে আসবে অভ্যুত্থান, বৈষয়িক উন্নতি ও পরম কল্যাণ, তাকেই ধর্ম বলে।

ঠিক যেমন ভগবান রাম অবতরণ করেন এবং মন্থরার কারণে বনবাস গ্রহণ করেন, কিন্তু ভগবান তার ধনুক এবং তীর পরিত্যাগ করেননি। মা সীতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার সব সুন্দর পোশাক ও গয়না পরিত্যাগ করলেও তোমার তীর-ধনুক ত্যাগ করোনি। যখন তারা বনে আরও এগিয়ে গেল, হাড়ের স্তূপ দেখে জানকী মাতা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ভগবান রাম বললেন যে এই সমস্ত ঋষিরা যজ্ঞ করছিলেন এবং রাক্ষসরা তাদের এখানে হত্যা করেছে। ক্ষত্রিয়দের কর্তব্য সজ্জনদের রক্ষা করা। অতএব, তাদের কখনই অস্ত্র ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সর্বদা সজ্জনদের রক্ষা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

যেমন কখনো কখনো আমাদের রান্নাঘর, আমাদের ঘর, আমাদের অফিসের বিন্যাস পরিবর্তন করতে হয়, একইভাবে ভগবান বলেছেন যে আমার সৃষ্টির ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে অবতার হতে হয়।

হনুমানজী জিজ্ঞেস করলে ভগবান বললেন যে আমি সজ্জনদের রক্ষা করতে এসেছি, হনুমানজি বললেন, আপনি অন্য কারণে আসেন। আপনি আপনার ভক্তদের জন্য এসেছেন, আপনি তাদের দায়িত্ব পালন করতে এসেছেন। পিতার ধর্ম, পুত্রের ধর্ম, এই সকল কর্তব্য কিভাবে পালন করা যায়? পিতার ধর্ম, পুত্রের ধর্ম, এই সমস্ত কর্তব্য কীভাবে পালন করা উচিত তা বলতে তারা আসে। বন্ধু এবং শত্রুর সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত তা ঈশ্বর বলতে আসেন।

রাবণের মৃত্যুর পর, যখন বিভীষণ শেষকৃত্য করতে অস্বীকার করেন, তখন ভগবান রাম বিভীষণকে বলেছিলেন যে

তাকে তার ভাই হিসাবে বিবেচনা করে তার শেষকৃত্য করতে। মৃত্যুর পর তিনি আর শত্রু ছিলেন না।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেন,
मी अविवेकाची काजळी।
फेडूनी विवेकदीप उजळीं।
तें योगीया पाहे दिवाळी।
निरंतर।
বিবেক মেঘলা হলে ভগবানকে ডাকলেই বিবেককে জাগ্রত করা যায়।

গুরুদেব খুব ভালো কথা বলেছেন। কিভাবে মানুষ তার ধর্মকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বরকে ডাকবে?
গুরুদেব বলেছেন যে আমাদের সময়ের চল্লিশ শতাংশ নিজেদের মধ্যে সদগুণ জাগ্রত করার জন্য ব্যয় করা উচিত। আমরা ছাব্বিশটি দৈবী গুণ দেখেছি। ধীরে ধীরে আমাদের জীবনে তাদের প্রয়োগ করা, আমাদের সময় এতে ব্যয় করা উচিত। আজকের কর্তব্যের জন্য ত্রিশ শতাংশ এবং আচারের জন্য বিশ শতাংশ সময় দিতে হবে। সারাদিন আচার-অনুষ্ঠান করা ধর্ম নয়। আমাদের সময় আমাদের বংশের অন্যান্য ঐতিহ্যের জন্য দশ শতাংশ হওয়া উচিত। আচার-অনুষ্ঠানে সারাদিন কাটলে আমাদের জীবন উন্নত হবে না। এভাবে সময়ের সমন্বয় করে নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

4.9

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্ , এবং(ম্) য়ো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং(ম্) পুনর্জন্ম , নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥9॥

হে অর্জুন ! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক—এইভাবে যে ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না অর্থাৎ তিনি আমাকেই লাভ করেন। ৯

ভগবান যাকেও পাঠাতে পারেন দুষ্টদের বধ করার জন্য, কিন্তু তাঁকে নিজেকেই আসতে হবে তাঁর ভক্তদের জন্য।

শবরীর গুরুদেব যখন বলেছিলেন যে ভগবান রাম আসবেন, তখন শবরী বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি অবশ্যই আসবেন এবং প্রতিদিন তিনি পূজার ডালা প্রস্তুত রাখতেন, ভগবানের জন্য সমস্ত পথ পরিষ্কার করতেন, ফল সংগ্রহ করতেন এবং যখন ভগবান আসেন সেদিন শবরীর জীবনের শেষ দিন ছিল।

হনুমানজী বললেন, ভগবান, আপনি আপনার এমন ভক্তদের জন্য আসেন। ভগবান যখন অবতারণা করেন, যেমন ধনুর্ধারী রাম এবং বংশীধারী কৃষ্ণ, তারা সকলের মনে লীন হয়ে যায়।

ভগবান বলেন, অর্জুন, আমার জন্ম দিব্য, যিনি সারমর্ম থেকে এ কথা জানেন, যিনি নিরন্তর ভগবানের সন্ধানে থাকেন, তাকে দেহ ত্যাগের পর পুনর্জন্ম নিতে হয় না।

4.10

বীতরাগভয়ক্রোধা , মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা, পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥10॥

যাঁদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সর্বতোভাবে নষ্ট হয়েছে, যাঁরা আমার প্রেমে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন—এরূপ বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে স্থিতি লাভ করেছেন। ১০

অনেক ভগবান-নির্ভর ভক্ত যারা আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বদা ভগবানের সন্ধানে আছেন, যারা নিঃশর্ত ভালবাসায় তাদের হৃদয় ভগবানের কাছে সমর্পণ করেছেন, তারা আমাকে পেয়েছেন। দেহে অবস্থান করেই তিনি জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ হয়ে আমাকে লাভ করেন।

কোনো কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে এবং যখন আমরা তা পাই না, তখন রাগ দেখা দেয়। যখন কোন আসক্তি থাকে না, তখন ভয়ও চলে যায়। আমরা অনেক সাধু ও মহাত্মার জীবনে এটি দেখতে পাই যাদের জীবন থেকে রাগ চলে গেছে।

সন্ত একনাথ মহারাজকে রাগান্বিত করার জন্য শর্ত আরোপ করা হয়েছিল-

কখনো কেউ জুতা পরে তার মন্দিরে যেত। খাবার পরিবেশন করতে করতে কখনো কখনো স্ত্রীর পিঠে বসতেন। তখন একনাথ মহারাজ বলতেন, দেখ আমার ছেলে তোমার পিঠে বসে আছে, তাকে পড়ে যেতে দিও না। স্ত্রী গিরিজা আরও বলেন, আমি যেমন হরিকে আমার কোলে বসাই, তেমনি তাকে আমার পিঠে বসিয়ে দেব। কখনো রাগ করেনি। যারা এমন শুদ্ধ জীবন যাপন করে তারা দেহে বাস করেও ভগবানকে লাভ করে।
চিন্তা যেমন, মনও তেমনি, মনকে ভগবানের কাছে দেওয়ার মানে কী?

আমরা একটি গল্প থেকে বুঝতে পারি।

ভৃঙ্গি পোকা অন্যান্য পোকামাকড় ধরে, তাদের শক্তভাবে কামড়ায় এবং মাটিতে পুঁতে ফেলে। এখন তার বের হওয়ার পথ বন্ধ।ভৃঙ্গি পোকা চলে যায় কিন্তু ভিতরের পোকা ভাবতে থাকে, কিভাবে এলো, কিভাবে গেল।যতক্ষণ ভৃঙ্গি পোকা ফিরে আসে ততক্ষণ ভিতরে থাকা পোকাটি নতুন ভৃঙ্গি পোকা হয়ে যায়। কেউ যা নিয়ে চিন্তা করে, মন একই হতে থাকে এবং মানুষের জীবনও একই হতে থাকে। যারা ভগবানের কথা চিন্তা করে, তারাই ভগবানকে লাভ করে।

জ্ঞানেশ্বর মহারাজ বলেছেন-

জে মদ্ভাবা ঝালে তে মীচ হোঊন গেলে।

সে মানুষ্য রূপে বথাকলেও পরমাত্মার সাথে একরূপ হন।

আজী ঝালা সত্সংগ তুকা ঝালা পাংডুরংগ।

ভজন করতে করতে সন্ত তুকারাম স্বয়ং বিটঠল হয়ে যান।

কীভাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে, কীভাবে প্রতিদিন তাঁর উপাসনা করতে হবে, কীভাবে পরম তত্ত্ব অর্জন করতে হবে, তা ভগবান নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ব্যাখ্যা করেছেন। উনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন কর্ম, বিকর্ম ও অকর্মের নীতি।

গঙ্গার পবিত্র তীরে গুরুদেবের মুখ থেকে প্রতি বছর যে জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হয় তার কিছু কণা সংগ্রহ করে সাধকদের সাথে ভাগ করা হয়েছিল। জ্ঞানেশ্বর মহারাজের চরণে এই আলোচনা পর্ব নিবেদন করা হয়। আজকের আলোচনা পর্ব শেষ হয়েছে।

প্রশ্ন ও উত্তর:-
প্রশ্নকর্তা:- স্বপ্না দিদি
প্রশ্ন:- যারা নীরবে অধর্ম দেখে। ভীষ্ম হোক, দ্রোণ হোক বা কর্ণ হোক, সবাই নিহত। কেন ভগবান পিতামহ ভীষ্মের

হৃদয় পরিবর্তন করতে পারলেন না, যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন?
উত্তর:- অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি যা বলবেন অর্জুন তাই করবেন, কিন্তু ভীষ্ম এমন প্রতিশ্রুতি দেননি। পিতামহ ভীষ্ম মাতা সত্যবতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তিনি বিয়ে করবেন না এবং সিংহাসনে বসবেন না, তবে তিনি তাঁর রাজদণ্ড ত্যাগ করবেন না। তিনি তার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বর বলেছেন যে কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র না তোলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনিও সুদর্শন চক্র নিয়ে ভীষ্ম পিতামহের পিছনে দৌড়েছিলেন, কিন্তু পিতামহ শেষ অবধি আবদ্ধ ছিলেন, তাই ভগবান কিছুই করতে পারেননি।

প্রশ্নকর্তা:জেঠা খুরানা ভাইয়া
প্রশ্ন- ভগবান নিরাকার, ভক্তরা তাঁর কাছে গেলে নিরাকারকেই দেখেন, তখন আনন্দ পান কী করে? যেখানে ভগবান বলেছেন জড় রূপের পূজা করতে। তাহলে তারা কিভাবে নিরাকার রূপে ভক্তের কাছে পৌঁছাবে?
উত্তর:- ভক্তের অনুভূতি অনুসারে ভগবান সাকার বা নিরাকার। জলাশয়ে যেমন বরফ থাকে, তেমনি ভগবান নিরাকার রূপে আসেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভগবান দৈহিক রূপে নেই। মনের কিছু আকৃতি দরকার, তাই ভগবান বলেছেন সগুণ রূপের পূজা কর। ভগবান ভক্তকে লীলা দেখানোর জন্য দৈহিক রূপে আবির্ভূত হন।

প্রশ্নকর্তা:- মাধবী চাওলা দিদি
প্রশ্ন:- গ্রহণকালে গীতা পাঠ করা উচিত কি না? এটা কি শ্রীমদ্ভগবদগীতা পড়া নাকি মন্ত্র জপ?
উত্তর:- শ্রীমদ্ভগবদগীতা উভয়ই, চন্দ্রগ্রহণের সময়ও পাঠ করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতা মৃত্যুর পরেও অশৌচেও পাঠ করা যায়, এটি একটি শোধনকারী স্রোত, এটি শুদ্ধকারী।

প্রশ্ন:- রাতে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ করা যাবে কি?
উত্তর:- হ্যাঁ, রাতে শ্রীমদ্ভগবদ গীতা পাঠে কোনো ক্ষতি নেই। শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রতিটি শব্দাংশ একটি মন্ত্র, এটি সংযুক্তি আকারে মোহরূপী মহিষাসুরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে।

প্রশ্নকর্তা:- কীর্তি দীক্ষিত দিদি
প্রশ্ন:- আমাদের উৎপত্তি কবে?
উত্তর:- আমি ধর্মগ্রন্থ তেমন অধ্যয়ন করিনি। বিশ্ব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ দ্বারা পরিচালিত হয়। সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিনাশ যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ দ্বারা হয়। বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়নি। ভগবান মানব যোনিকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন, এটাই একমাত্র যোগ রূপ যোনি। বাকি চুরাশি লক্ষ যোনি হল ভোগের যোনি।

প্রশ্নকর্তা:- রামকুমার ভাইয়া
প্রশ্ন- ভগবানের কাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থনা করা ঠিক কি না? এটা সকাম না নিষ্কাম ?
উত্তর:- হ্যাঁ! প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে চাওয়া দোষের কিছু নেই। এটি একটি সকাম, আমরা এখনও নিষ্কাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারিনি। কিছু অর্জনের পর, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং ধীরে ধীরে নিঃস্বার্থে পরিণত হয়। মিনতি বারবার করা উচিত নয়। একটি শিশু যেমন খেলনা নিয়ে খেলা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে মায়ের কাছে ছুটে যায়, তেমনি একজন ভক্তেরও কেবল ভগবানের কাছেই ভগবানকে চাওয়া উচিত। কোন কিছু চাওয়ার দোষ নেই।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||
|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||